ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

******

স-১৬৯৬

আগরতলা, ৩ নভেম্বর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টীকরণ

“ডাক্তারি আসন চাই ? ব্ল্যাকে মিলবে শান্তিনিকেতনে !” এই শিরোনামে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় আজ (৩ নভেম্বর, ২০২৪) প্রকাশিত সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে মেডিকেল এডুকেশনের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টীকরণ দিয়ে জানিয়েছেন যে, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে "অনুমতি পত্র" বা লেটার অফ পারমিশন (LOP) মঞ্জুর করেছে এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১১ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে একাডেমিক সেশন ২০২৪-২৫ থেকে ১৫০ জন এমবিবিএস ভর্তির জন্য "“Consent of Affiliation” (CoI)" প্রদান করেছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এবং ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্য NEET UG 2024 কাউন্সেলিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কাউন্সেলিংয়ে তিনটি রাউন্ড এবং একটি অতিরিক্ত স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে অনলাইন মোডে রয়েছে এবং মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি (MCC), ভারত সরকার এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC), ভারত-এর বিধান অনুসারে। প্রার্থীদের তার মেধাক্রম অনুসারে একটি আসন বরাদ্দ করা হবে যা মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি, ভারত সরকারের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং অনলাইন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চলাকালীন ইনস্টিটিউট পছন্দ পূরণের ক্রম অনুসারে। মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (MCC) এবং স্টেট কাউন্সেলিং কমিটি ব্যতীত, কোনও ব্যক্তি/এজেন্সি/প্রতিষ্ঠান অনলাইন বা অফলাইন মোডের মাধ্যমে এবং MCC এবং রাজ্য কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষের নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে কোনও প্রকার কাউন্সেলিং পরিচালনা করতে বা এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে পারে না। মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (MCC) এবং রাজ্য কাউন্সেলিং কমিটি কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি কাউন্সেলিং রাউন্ড শেষে একে অপরের সাথে ভর্তিকৃত ছাত্রদের তথ্য আদান প্রদান করে। এই পুরো কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ৫ নভেম্বর, ২০২৪ রাত ১২ টার মধ্যে শেষ হবে।

২য় পাতায়

ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন (DME) এর সন্তান ত্রিপুরা রাজ্য NEET UG ২০২৪ কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিল, তাই ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন, ত্রিপুরা রাজ্য NEET UG ২০২৪ কাউন্সেলিং কমিটির সদস্য নন। ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ত্রিপুরা রাজ্যের আবাসিক প্রার্থীদের জন্য ৭৫টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ১০ টি আসন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের টিউশন ফি-এর সমান টিউশন ফি দিয়ে বরাদ্দ করা রয়েছে এবং বাকি ৬৫টি আসন ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের নির্ধারিত টিউশন ফি হারে রয়েছে, যা ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত রয়েছে। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ফি নির্ধারণের বিষয়ে, বোর্ড অফ গভর্নরস ইন সুপারসেশন অফ মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এখন NMC) সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ফি নির্ধারণের জন্য হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির চেয়ারম্যানশিপে প্রার্থীদের কাছ থেকে স্বচ্ছতা মেনে, ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত ফি আদায়ের জন্য একটি ফি রেগুলেশন কমিটি গঠন করতে বাধ্য করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকারের PMSSY স্কিমের অধীনে নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশদ নির্দেশিকা রয়েছে, যেখানে একটি প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা গঠিত প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি (PMC) এর বিধান রয়েছে। ত্রিপুরা সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO)-এর সুপারিশ অনুসারে চিকিৎসক ও রোগীর আনুপাতিক হার অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় একটি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন ট্রাস্টকে "প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র" প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের নিয়ম মেনে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মধুবনস্থিত রাণীরখামারে কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত প্রস্তাবিত হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, পঠন পাঠন, হাসপাতাল স্থাপন এবং রোগীদের পরিষেবা প্রদান, ইত্যাদি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে স্বাস্থ্য অধিকর্তার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে।

****